দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 14 MAR 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১৩ ... কলাম ... ২ ...

জবিতে সেশনজট ক্রমেই বাড়ছে

শিক্ষক-ও কক্ষের অভাব : পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বিভাগের অবহেলা অনিয়মে পরিস্থিতি জটিল করে ফেলছে

ওমর ফারুক

শিক্ষকের অভাব, ক্লাস রুম সংকট, দুর্বল অবকাঠামো, জনবল সংকট, কারিগরি আসবাবপত্রের অভাবসহ সঠিক নিয়মে পরীক্ষা না নেয়া, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বিভাগের অনিয়ম এবং অবহেলার ফলে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজট ক্রমেই বেড়ে চলছে। বিশেষ করে সমাজবিজ্ঞান অনুষদ, কলা অনুষদ ও ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদে এ সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। এমনকি নির্ধারিত নিয়মে ক্লাস, ইনকোর্স পরীক্ষা, মিডটার্ম এবং ব্যবহারিক কোর্স সম্পন্ন হলেও কর্তৃপক্ষের একত্রীকরণ নীতির কারণে পরীক্ষা দিতে পারছে না সংশ্লিষ্ট অনুষদের একাধিক ব্যাচের শিক্ষার্থীরা। জানা গেছে, ২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষের সমাজবিজ্ঞান প্রথম ব্যাচ, কলা অনুষদ ও ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের প্রথম ব্যাচের ক্লাস শুরু হয়, কিন্তু শুরুতে কলা অনুষদের ক্লাস চালু থাকলেও শিক্ষক সংকটে বিবিএ ক্লাস বন্ধ হয়ে যায়। বিবিএ অন্তর্ভুক্ত করাকে নিয়ে ক্যাম্পাসে আন্দোলন গড়ে তোলে ব্যবসা অনুষদের শিক্ষার্থীরা। এতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মক ব্যাহত হলেও আজো পায়নি আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ন্যায় অধিকার। তাই ভর্তির ছয় মাস বসে থাকতে হয় ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীরা। এরপর ক্লাস শুরু হলেও প্রতি সেমিস্টারের জন্য ছয় মাসের পরিবর্তে আট-নয় মাসেও সেমিস্টার শেষ হচ্ছে না। কলা ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদের প্রায় শেষ হলেও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বিভাগের কারণে পরীক্ষা দিতে পারছে না শিক্ষার্থীরা। এমনকি ক্লাস শেষ করেও শুধু পরীক্ষা না নেয়ার কারণে ২/৩ মাস বসে থাকতে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। যার ফলে অনার্স (সম্মান) কোর্স চার বছরে শেষ করার নিয়ম থাকলেও শেষ হচ্ছে ছয় বছরে। এতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা বিসিএসসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক শিক্ষার্থী ইনকিলাবকে জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক শাখা তাদের সুবিধার্থে সব অনুষদের পরীক্ষা কার্যক্রম শুরু করে। কিন্তু অন্যান্য বিষয় চিন্তা করে না তারা।

এদিকে, মাস্টার্সের বিভিন্ন অনুষদের শিক্ষার্থীরাও সেশনজট থেকে পিছিয়ে নেই। অনার্সের রেজাল্ট প্রকাশ হওয়া ছাড়া মাস্টার্সে ভর্তি হতে পারছে না। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় একটি অলিখিত নিয়মেই চলছে। অথচ দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স ফাইনাল পরীক্ষার পরে মাস্টার্সের ক্লাস শুরু হয়। কিন্তু জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে দেরীতে শুরু করায় ছয় মাসের সেশনজোট নিয়ে ক্লাস শুরু করে শিক্ষার্থীরা। তা যেন দেখার কেউ নেই। এ ব্যাপারে জানতে গতকাল বার বার চেষ্টা করেও সেলফোনে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে আলাপ করা হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. মেসবাহ উদ্দীন আহমেদ ইনকিলাবকে জানান, আমরা শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে খুব শীঘ্রই মাস্টার্সের জন্য প্রবেশনারী ভর্তি কর্যক্রম শুরু করব। তবে এ ক্ষেত্রে নিয়মিত শিক্ষার্থীরা সুযোগ পাবে। আর সেশনজট ক্যাম্পাস বন্ধ না থাকলে কমে আসবে।